শাইখ নাসির বিন হামাদ আল-ফাহদ দা.বা.

শামেলি১৮৫৭

কুফফার ভূমিতে বসবাসের শার’ই হুকুম

শাইখ নাসির বিন হামাদ আল-ফাহ্‌দ্‌ فك الله اسره

একটি **শামেলি১৮৫৭** পরিবেশনা

ভূমিকা

শাইখ নাসির বিন হামাদ আল-ফাহ্দ্- আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করুন- বর্তমান সৌদিতাগূত কর্তৃক কারাগারে বন্দি।

শাইখের লিখিত সমৃদ্ধ একটি কিতাব হচ্ছে, 'التبيان في كفر من أعان الأمريكان', এর ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে **'The Exposition Regarding the Disbelief of the One That Assists the American'**। এখানে আমরা এই কিতাবের **'Introduction to the Translation by the Noble Shaykh, Nasir ibn Hamad al-Fahd'** অংশটির একাংশের বাংলা অনুবাদ করেছি মাত্র। এই অনুবাদের বাংলা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি, **"কুফফার ভূমিতে বসবাসের শার'ই হুকুম"**।

যুদ্ধরত কাফিরজাতির প্রতি মুসলিমদের দায়িত্ব-কর্তব্য কী- এ সম্পর্কে এর আগেই আমরা একটি ফাতাওয়া প্রকাশ করেছিলাম। এবার এই কিতাবে কুফ্ফার ভূমিতে বসবাসকারী মুসলিমের শারই দায়িত্ব-কর্তব্য কী তা তুলে ধরা হয়েছে। কোন্ প্রেক্ষিতে কী কাজে কুফ্ফার ভূমিতে থাকা যায় এবং থাকলে কী দায়িত্ব বর্তায় তা জানা খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায়, এ কিতাব কিছুটা হলেও দিক-নির্দেশনা দেবে। এছাড়াও, মিল্লাতু-ইব্রাহিমের বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভ্রান্তির- হোক বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি- অপনোদন হবে বলে আশা রাখি। পাঠক, কিতাবটি এখন আপনার কাছে। অনুবাদে ত্রুটি হওয়া খুব স্বাভাবিক, তাই আবেদন- ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে আমাদের জানাবেন এবং খুব দ্রুত।

সবশেষে, সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য।

শামেলি১৮৫৭ পরিবার

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রসুলুল্লাহ্‌র ﷺ ওপর।

জেনে রাখুন আমার মুসলিম ভাই, ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে- 'তাগূতকে প্রত্যাখান করা', এটি তাওহিদের অর্ধেক। আর বাকি অর্ধেক হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র ওপর ইমান আনা'। যেমনটি আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন-

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

'অনন্তর যে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, সে তো ধারণ করলো সুদৃঢ় হাতল।' (সুরা বাকারাহ- ২:২৫৬)

তিনি আরও বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে- তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।' (সুরা নাহ্‌ল- ১৬:৩৬)

আর তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে রয়েছে- কুফর ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া, তাদের ঘৃণা করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা; যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

‘তোমাদের জন্য ইব্‌রাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের কওমকে বলেছিলো: তোমাদের সাথে ও তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুর ইবাদাত করো, সেসবের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না; তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও ঘৃণা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান আনো।’ (সুরা মুমতাহিনাহ্‌- ৬০: ৪)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্‌ (রহিমাহুল্লাহুতায়ালা) বলেন, “আল্লাহ্‌ ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের অনুসরণ করবার জন্যে আমাদের আদেশ করেছেন। কারণ, তাঁরা মুশরিকদের সাথে এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেসবের ইবাদাত করতো সেগুলোর সাথে বারায়াহ্‌ (নির্দোষিতা, সম্পর্কচ্ছেদ) ঘোষণা করেছিলেন।

আল-খালিল (ইব্‌রাহিম আলাইহিস্‌সালাম) বলেছিলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ.
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.

'যখন ইব্‌রাহিম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললো: তোমরা যাদের ইবাদাত করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।' (সুরা যুখরুফ- ৪৩:২৬-২৭)

আর বারায়াহ্‌ হচ্ছে আনুগত্যের বিপরীত। বারায়াহ্‌র ভিত্তি হচ্ছে ঘৃণা আর আনুগত্যের ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা এবং এটি এজন্য যে, তাওহিদের বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে ভালো না বাসা, তা-ই ভালোবাসা যা আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন। তাই সে ব্যক্তি (মুসলিম) কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসে, কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা পোষণ করে।"

কাফিরদের ভূমিতে বসবাসকারী বহু মুসলিম নানা কারণে ফিতনায় নিপতিত হয়েছেন। কাফিরদের ভূমিতে বাস করার হুকুমের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়াদি রয়েছে, যা আহলুল-ইলমগণ উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণভাবে একে তিন শ্রেণিতে ফেলা যায়:

প্রথম শ্রেণি: যদি একজন মুসলিম প্রকাশ্যে তার দ্বীনের ঘোষণা দিতে সক্ষম হন- আর তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করাও এর (দ্বীনের ঘোষণা দেয়ার) অন্তর্ভুক্ত- তবে সেখানে বসবাসের অনুমতি তার রয়েছে। আর যদি তিনি কাফিরদের মাঝে (দ্বীন প্রচারকারী) একজন দায়ি ইলাল্লাহুতায়ালা হন, তবে তাঁর জন্য সেখানে বসবাস করা প্রশংসনীয় ও পছন্দনীয়ও হতে পারে। আর এটি ছিল নবিদের (আলাইহিমুস্‌সালাম) অবস্থা যখন কিনা তাঁরা নিজেদের কওমের মাঝে বসবাস করতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি: যদি তিনি প্রকাশ্যে তার দ্বীনের ঘোষণা দিতে সক্ষম না হন এবং এমন এক ভূমিতে হিজরত করতে সক্ষম হন যেখানে প্রকাশ্যে তাঁর দ্বীনের ঘোষণা দিতে পারবেন- তখন এটি করা (হিজরত করা) ফরজ হয়ে যায়।

তৃতীয় শ্রেণি: যদি তিনি প্রকাশ্যে তার দ্বীনের ঘোষণা দিতে অক্ষম হন এবং হিজরত করতেও সক্ষম না হন- তবে তিনি দুর্বল-অব্যাহতিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাঁকে যতটা সম্ভব কাফিরদের সাথে ওঠবস ও মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর এসব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে (অন্যত্র)।

এজন্য কাফিরদের ভূমিতে বসবাসরত মুসলিমদের ওপর ফরজ হলো- কাফির ও তাদের দ্বীন থেকে বারায়াহ্ (সম্পর্কহীনতা) ঘোষণার মাধ্যমে এবং খোলাখুলিভাবে ঘৃণা ও শত্রুতা প্রকাশের মাধ্যমে মিল্লাতু-ইব্রাহিম বাস্তবায়ন করা ।

আমি এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দুটো প্রসঙ্গ নিয়ে একটু কিছু বলতে চাই:

প্রথম বিষয়: মিল্লাতু-ইব্রাহিমের বাস্তবায়ন মানে এই নয় যে, কাফিরদের সুন্দরভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করা ত্যাগ করতে হবে। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম তাঁর লোকদের (মক্কার কুরাইশদের) কুফরের ঘোষণায় এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতায় খোলামেলা ছিলেন। কিন্তু এটি তাঁকে নম্রভাবে, কোমলভাবে ও কল্যাণকর উপদেশের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করা থেকে বিরত রাখেনি। আর এই বিষয়ে দুই শ্রেণির লোক ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে:

১. ওই সব লোক, যারা ইসলামের দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে কোমলতা ছাড়া আর কিছুই দেখে না। তাই সে কাফিরদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ও ঘৃণা প্রদর্শন ছেড়ে দেয়। আর এভাবে (তাদের) আনুগত্যে লিপ্ত হয়।

২. ওই সব লোক, যারা তাদের (কুফফারদের) প্রতি ঘৃণা আর শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই দেখেনা। তাই সে তাদেরকে কোমলতার সাথে ইসলামের দিকে আহ্বান করাকে উপেক্ষা করে। তার অবস্থা এমন যে- প্রথমে উল্লিখিতদের চে সে বেশি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলেও তার ঘাটতি রয়েছে। কারণ মিল্লাতু-ইব্রাহিম পরিপূর্ণ ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি হচ্ছে কাফিরদের (ইসলামের দিকে) আহ্বান করা। আর এটিই ছিলো নবিগণের (আলাইহিমুস্সালাম) অবস্থা।

দ্বিতীয় বিষয়: মিল্লাতু-ইব্‌রাহিমের বাস্তবায়ন মানে এই নয় যে- যখন তারা (কুফ্‌ফাররা) কোনো মুসলিমকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তখন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, কিংবা তাদের বা তাদের সম্পদ নিয়ে ধোঁকাবাজি করা। যদি কোনো মুসলিম কোনো ঐক্যচুক্তির মাধ্যমে (কোনো কুফ্‌ফার ভূমিতে) নিরাপত্তা ও প্রবেশাধিকার পায়- এমনকি তা শুধু কাফিরদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথার ভিত্তিতে হলেও- তখন তাদের (কুফ্‌ফারদের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা ধোঁকাবাজি করা তার জন্য হারাম হয়ে যায়।